দৈনিক সংবাদ

তারিখ MAY 15 1999
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৮

বরিশাল কলেজের 'বেসরকারি' খাত সমাচার

৬ ছাত্রনেতা বখরা পেয়েছেন আড়াই লাখ টাকা

বরিশাল থেকে জেলা বার্তা পরিবেশকঃ সরকারি কলেজে 'বেসরকারি' খাত বলে আইনত কোন খাত না থাকলেও বরিশাল শহরের দ্বিতীয় বৃহত্তম সরকারি বরিশাল কলেজে 'বেসরকারি' খাতের লাখ লাখ টাকা লুটপাট হচ্ছে। কলেজের ৬ ছাত্র নেতা এ খাত থেকে বখরা পেয়েছেন আড়াই লাখ টাকা।

সম্প্রতি প্রফেসর সৈয়দ আবদুর রাজ্জাক কলেজের উপাধ্যক্ষ সুলতান আহম্মদের কাছ থেকে অধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণকালে উপাধ্যক্ষ বেসরকারি খাতে আদায়কৃত অর্থ ব্যয়ের যে হিসেব দিয়েছেন তা থেকেই এসব তথ্য বেরিয়ে এসেছে। কলেজের পাঁচ ছাত্রলীগ ও একজন ছাত্রদল নেতা এ আর্থিক সুবিধা ভোগ করেছে। এমনকি মহাত্মা অশ্বিনী কুমার দত্তের বাসভবনে প্রতিষ্ঠিত এ কলেজটিতে অশ্বিনী দত্তের ভাস্কর্য নির্মাণের অজুহাতে টাকা নিয়েও আত্মসাৎ করা হয়েছে। সাধারণ ছাত্রদের কোন সুযোগ না থাকা সত্ত্বেও এ পাঁচ ছাত্রনেতা চিকিৎসা ব্যয় বাবদ হাজার হাজার টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। ছাত্র-নেতাদের হাতে রাখার জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষ অবলীলায় কোন ধরনের ভাউচার ছাড়াই সরকারি তহবিলের এ টাকা তাদের হাতে তুলে দিয়েছেন।

কলেজটিতে ছাত্রদের কাছ থেকে ৩৮টি খাতে টাকা আদায় করা হয়। বর্তমান অধ্যক্ষ যেদিন দায়িত্বভার গ্রহণ করেন, সেদিন এ খাতসহ অন্যান্য খাতে কোন টাকা পাওয়া যায়নি।

দায়িত্বভার হস্তান্তরকালে উপাধ্যক্ষ অর্থ ব্যয়ের যে হিসেব দিয়েছেন, তাতে চার ছাত্রলীগ নেতা শুধু শিক্ষা ভ্রমণ বাবদ ৩২ হাজার টাকা, চিকিৎসা ব্যয় ও মহাত্মা অশ্বিনী কুমার দত্তের ভাস্কর্য নির্মাণ বাবদ ২০ হাজার ৩শ' টাকা, ঢাকায় যাতায়াত বাবদ ২৩ হাজার টাকা, ক্রিকেট পিচ নির্মাণ বাবদ ১৩ হাজার টাকা, ক্রীড়া সরঞ্জাম কেনা বাবদ ১৫ হাজার টাকা, শ্রেণী কক্ষের উন্নয়ন বাবদ ৭ হাজার টাকা, সাহিত্য মেলা বাবদ ১২ হাজার টাকা ও কলেজ বার্ষিকী প্রকাশ বাবদ ২০ হাজার টাকা হজম করে ফেলেছে। টাকা খরচ হয়েছে দেখানো হলেও অশ্বিনী কুমার দত্তের ভাস্কর্য কলেজে নেই।

কোন সাহিত্য মেলা হয়নি। সরকারি কলেজটির শ্রেণীকক্ষ উন্নয়ন নামেও টাকা খরচ দেখানো হয়েছে। এসব ছাত্রনেতার কারোরই আর্থিক অবস্থা অসচ্ছল নয় এবং সাম্প্রতিককালে কেউই কঠিন কোন রোগে আক্রান্ত হয়নি। একইভাবে ছাত্রদলের এক নেতা চিকিৎসা ব্যয় বাবদ তিন হাজার, শিক্ষা সফর বাবদ পাঁচ হাজার, শহীদ মিনার মেরামত বাবদ পাঁচ হাজার টাকা হজম করে ফেলেছে।

সরকারি বিএম কলেজের 'বেসরকারি' তহবিলের দুর্নীতি সংক্রান্ত সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর একই তথ্য বেরিয়ে এসেছে সরকারি বরিশাল কলেজ থেকেও। সম্প্রতি শিক্ষা অধিদপ্তরের একটি নিরীক্ষক দল বিএম কলেজের ১৯৯৪-৯৯ সালের তথাকথিত বেসরকারি খাতের হিসাব নিরীক্ষা করে গেছেন।